বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার, জনপ্রিয়করণ ও প্রচার: ভবিষ্যতের পথ

অমিতাভ চক্রবর্তী

পেশা শিক্ষকতা। বিষয় রসায়ন। পি এইচআইভি তে গবেষণার বিষয় ছিল পৃষ্ঠতলীয় রসায়ন বা সারফেস কেমিস্ট্রি। আন্তর্জাতিক জার্নালে দশটি গবেষণাপত্র আছে। বিগত কয়েক বছর থেকেই বিজ্ঞান অন্বেষক, জ্ঞান বিচিত্রা, স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন ও অন্যান্য পত্র পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ লিখে থাকেন। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের (INST) থেকে ২০১৮ সালে পেয়েছেন এ পি জে আব্দুল কালাম পুরস্কার। কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের সম্পাদক। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন। তাছাড়া কোচবিহারে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতি বছর যে নেচার স্টাডি ক্যাম্প হয় তাতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

সংক্ষিপ্তসার

আজকের মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান এবং প্রয়োজনীয় তর্কাতীত। যদি বলা হয় সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনের হাত ধরে আধুনিক বিজ্ঞানের পথ চলা শুরু, তবে বিংশ শতকের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রয়োগ দক্ষতা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে জাগতিক সুবিধা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চাবিকাঠি। কিন্তু এতো বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মধ্যে থেকেও আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি কই? ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সিদ্ধির মোহে আমরা জড়িয়ে পড়ছি নানা রকম ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে। তৈরী করেছি ভয়ানক সব মারনাস্ত্র। ধ্বংস করেছি বনজ ও খনিজ সম্পদ। বেড়েছে দূষণ ও বিশ্বউষ্ণায়ন।

আসলে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে একাত্মতা অনুভব করলেও আমরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠছি না। সেই সুযোগ নিচ্ছেন কিছু অর্থলোভী ও ক্ষমতা পিপাসু মানুষ। যার ফলে প্রকৃত বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে আমাদের জীবনচর্চায় ঢুকে পড়ছে অপবিজ্ঞান। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা পৃথিবী সহ মানবসভ্যতা। যদি বলি একমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতাই পারে এই আশু বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে, তবে সবার আগে জানা দরকার এই 'বিজ্ঞানমনস্কতা' আসলে কি? বিজ্ঞানমনস্কতা হল এক জীবনদর্শন যা আমাদের শেখায় প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি করে যৌক্তিক হতে, প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন করতে আর এর জন্য দরকার সমাজের প্রতিটি স্তরে এই বিজ্ঞান আন্দোলনকে যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। দেশের অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলায় বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতি আমদানি করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে ছাত্রসমাজ। বিদ্যালয় স্তর থেকে বিজ্ঞানের মানসিকতা ও যুক্তিবোধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলে কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানের প্রদর্শনী, প্রযেক্ট ও মডেল তৈরি ছাড়াও হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকাও ছাত্রদের কাঁচা মনে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিকদের জীবন ও কর্ম ছাড়াও আধুনিক গবেষণার অলিন্দে ঘটে চলা সাফল্যগুলিকে সহজ ভাষায় ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আর এই লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা নিতে হবে স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানগুলিকেই।